দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... 6 JUN 2004
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬......

৫ জনের কম ও সব ফেল করা ৯৫ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধের নির্দেশ

বরিশাল ব্যুরো ঃ এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৫ জনেরও কম পাস বা সব ফেল করা ৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারী করা এই সংক্রান্ত নির্দেশ ইতিমধ্যে শিক্ষাবোর্ডে এসে পৌছেছে। আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টারে কর্মরত এক কর্মকর্তা জানান, ইতোমধ্যে চলতি বছরের এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ৫ জনেরও কম পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৫। এর মধ্যে বরিশাল এবং পিরোজপুর জেলায় রয়েছে সর্বোচ্চ ২২টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালীতে ১৯টি, ভোলা ও ঝালকাঠিতে ১৩টি করে মোট ২৬টি এবং বরগুনায় ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উল্লেখিত ৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টি থেকে এবার একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি।

এসব স্কুল হচ্ছে ঝালকাঠি জেলার উত্তমপুর আব্দুল মালেক বালিকা বিদ্যালয় ও মাটিভাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশালের বাবুগঞ্জের রাকুদিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও আবেদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালীর ফরিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টিকিকাটা পুলের হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ফুলবরু বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর মধ্যে কয়েকটি স্কুল থেকে গত বছরও ১ জন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বেতন-ভাতা বন্ধের নির্দেশ আসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতভাগ পাশের তালিকায় থাকা ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। তবে এগুলোর সবকটিতেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিম্নে ১ থেকে সর্বোচ্চ ৪ জন। ফলে শতভাগ পাস করলেও তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। ৩/৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শতভাগ পাসের হাস্যকর কৃতিত্ব দেখানো এই বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ঝালকাঠির পশ্চিম হামেজউদ্দিন স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুরের বালদিয়া সেন্ট্রাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সামছুন নাহার হালিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভোলার পাঙ্গাসিয়া বাজার মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৌলতখানের সখিনা আদর্শ একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লালমোহনের অহেদুন নবী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশালের

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

আগৈলঝাড়ার ইউ সিহিপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাংতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রত্নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল সদর উপজেলার ধোপাকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার এনামুল হক মল্লান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মির্জাগঞ্জের মসজিদবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরগুনা জেলার ভরা দক্ষিণ কালিকাবাড়ি আশেদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বামনা উপজেলার জেসিএল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পাথরঘাটার আনোয়ার হোসেন বালিকা বিদ্যালয়। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ শাহ আলমগীর জানান, তালিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোকে বেতন-ভাতা বন্ধের চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। ২/১ দিনের মধ্যেই সেগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় পৌছে যাবে। যেসব স্কুলে গত কয়েক বছর ধরে একই ধরনের ফলাফল বিপর্যয় ঘটছে তাদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কেবল বেতন-ভাতা বন্ধই নয়, প্রয়োজনে ওইসব বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল এবং আরো নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। শিক্ষা বোর্ড সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছরও একই কারণে বরিশাল অঞ্চলের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়। যার মধ্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন এখন পর্যন্ত চালু হয়নি।